জমি ও মাটিঃ

বৃদ্ধির জন্য বেলে দোয়াঁশ থেকে কাদা দোয়াঁশ মাটিই উপযুক্ত। যথাযথ জমি প্রস্তুতির জন্য জন্য তিন চারটি লাঙলের পর মই দিতে হয়।

বীজের হার ও বপনঃ

বপনের জন্য জুন জুলাই হল সবচেয়ে ভালো সময়। দুটি সারি ও গাছির মধ্যেকার দূরত্ব ৫০সেমি x ৫০সেমি হওয়া প্রয়োজন। গ্রীষ্মে যখন তাপমাত্রা ৪০-৪৫ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে তখন গাছগুলি লাগানো হয়। এক হেক্টর জমিতে লাগানোর জন্য ১০,০০০-১২,০০০ শেকড় গজানো গাছির প্রয়োজন হয়। কাটা অংশগুলিতে ২-৩টি মুকুল রাখতে হয় এবং এখন ভাবে লাগানো উচিত যাতে একটি মুকুল মাটির উপরে থাকে। শেকড় গজানো কাটা অংশগুলি লাগানোর সবচেয়ে ভালো সময় হল ফেব্রুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর। কিন্তু ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে বপন করলে জলসেচের সুবিধা থাকা উচিত। কাটা অংশগুলি লাগানোর ক্ষেত্রে মাটিতে জলের পরিমান অবশ্যই দেখা উচিত। জমিতে কম জল থাকলে লাগানোর পর সেচ দেওয়া উচিত। লাগানোর জন্য

সর্বভারতীয় গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প, কল্যাণী কেন্দ্র থেকে অধ্যাপক ডঃ দিলীপ কুমার দে এবং ডঃ চম্পক কুমার কুন্ডু কর্তৃক প্রকাশিত এবং দিশা কম্পিউটারস, কল্যাণী, দুরাভাষ ০৩৩-২৫০২-২৭২৩ কর্তৃক মুদ্রিত।

যোগাযোগঃ অফিসার-ইন-চার্জ, ঐর্বভারতীয় সমন্বিত গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ডাইরেক্টরেট অফ রিসার্চ, কল্যাণী-৭৪১২৩৫, নদীয়া।

সর্বভারতীয় সমন্বিত গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প

HYBRID NAPIER

বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী কেন্দ্র

হাইব্রিড নেপিয়ার (হাইব্রিড পেনিসেটাম)

ডাইরেক্টরেট অফ রিসার্চ
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
ফোন - ০৩৩-২৫৮২ ৮৪০৭

হাইব্রিড নেপিয়ার (হাইব্রিড পেনিসেটাম)

জমি ও মাটিঃ

বৃদ্ধির জন্য বেলে দোয়াঁশ থেকে কাদা দোয়াঁশ মাটিই উপযুক্ত। যথাযথ জমি প্রস্তুতির জন্য জন্য তিন চারটি লাঙলের পর মই দিতে হয়।

বীজের হার ও বপনঃ

বপনের জন্য জুন জুলাই হল সবচেয়ে ভালো সময়। দুটি সারি ও গাছির মধ্যেকার দূরত্ব ৫০সেমি x ৫০সেমি হওয়া প্রয়োজন। গ্রীষ্মে যখন তাপমাত্রা ৪০-৪৫ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে তখন গাছগুলি লাগানো হয়। এক হেক্টর জমিতে লাগানোর জন্য ১০,০০০-১২,০০০ শেকড় গজানো গাছির প্রয়োজন হয়। কাটা অংশগুলিতে ২-৩টি মুকুল রাখতে হয় এবং এখন ভাবে লাগানো উচিত যাতে একটি মুকুল মাটির উপরে থাকে। শেকড় গজানো কাটা অংশগুলি লাগানোর সবচেয়ে ভালো সময় হল ফেব্রুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর। কিন্তু ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে বপন করলে জলসেচের সুবিধা থাকা উচিত। কাটা অংশগুলি লাগানোর ক্ষেত্রে মাটিতে জলের পরিমান অবশ্যই দেখা উচিত। জমিতে কম জল থাকলে লাগানোর পর সেচ দেওয়া উচিত। লাগানোর জন্য কান্ডের নবীন অংশ পছন্দ করা উচিত।

সার প্রয়োগঃ

মাঝারি উর্বরতার জমির জন্য যথাযথ সারের মাত্রা হল ৩০, ৬০এবং ৩০ কেজি প্রতি হেক্টর নাইট্রোজেন ফসফেট ও পটাশিয়াম। জমি প্রস্তুতির জন্য প্রচুর গোবর সার এবং/অথবা কম্পোষ্ট (৫-৬টন/হেক্টর) প্রয়োগ করা উচিত। এর সাথে ১ টন প্রতি হেক্টর ভার্মিকম্পোষ্ট দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কাটা অংশগুলি লাগানোর সময় ১৫কেজি নাইট্রোজেন মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেকবার কাটার পর ২০-২৫কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে প্রচুর গোখাদ্য উৎপন্ন হয়।

জলসেচঃ

গ্রীষ্ম এবং শীতের দিনে যখন জল কম থাকে তখন জলসেচ প্রয়োজন হয়। যদি বৃষ্টি না হয়, ১৫-২০ দিন অন্তর জলসেচ প্রয়োজন। প্রত্যেকবার কাটার পর ইউরিয়া চাপান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলসেচের প্রয়োজন। কতদিন পরপর জল দিতে হবে না মাটির প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। যেহেতু এটি বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে মাটি থেকে জৈব পদার্থ আহরন করে তাই জলের সাথে গোবর মিশিয়ে দিলে ভালো হয়।

আগাছা দমনঃ

বীজ বোনার একমাস পরে আগাছা দমন করা প্রয়োজন। সাধারনভাবে এরপর আর কোন আগাছা দমনের প্রয়োজন পড়ে না কারন প্রথমবার কাটা পর্যন্ত ফসল টি মাটি ঢেকে থাকে।

কাটা/ফসল সংগ্রহ ও উৎপাদনশীলতাঃ

গড়ে প্রত্যেক বছর ফসলটি ৬-৮বার কাটা যায়। বীজ বোনার ৭৫-৮০ দিনের মাথায় প্রথমবার কাটা যায়। এরপর ৪০-৪৫ দিন অন্তর কাটা হয়। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান প্রথম থেকে তৃতীয়বার কাটা পর্যন্ত কমে, চতুর্থবার বাড়ে, চতুর্থ থেকে সপ্তমবারে কমে, অস্টমবারে বাড়ে, অস্টম থেকে নবমবারে কমে এবং দশমবারে বাড়ে। ফসলের মোট প্রোটিনের পরিমান সারির মধ্যে দূরত্ব এবং নাইট্রোজেন প্রয়োগের উপর বৃদ্ধি পায়। মাটির অম্লতামান খুব একটা পরিবর্তিত হয় না। মাটির ফসফেটের পরিমান ক্রমান্বয়ে কমে। ৪৫০-১০৫০ কুইন্টাল সবুজ গোখাদ্য উৎপাদিত হয়। মূল সারের সাথে সাথে দ্বিতীয়বার কাটা পর্যন্ত প্রত্যেকবার কাটার পর এবং